



আ-আবার আসছে বছর? ওরে বাবা! না-না!



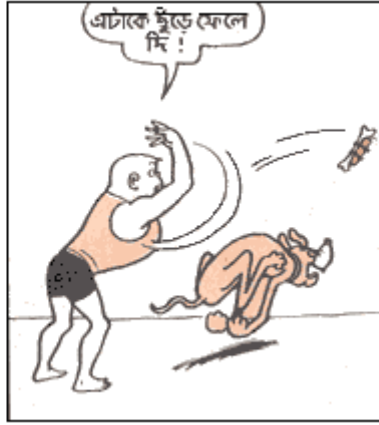












বিশ্রান্ত সমাজসেবী ডজগোবিন্দবাবু একশো বছরে পড়লেন। একদিন গিয়ে অভিনন্দন জানাতে হবে। আমার দাদামশাইও তাহলে একশো বছরে পড়েছে! তাঁকে কিছু চকোলেট উৎসাহ দিতে হবে!



কিন্তু আমার চকোলেটের কি হবে? আমার কাছে একটাও পয়সা নেই!

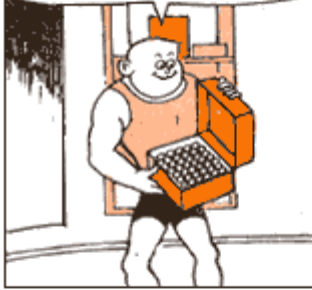
ওঃ! সেই বিটকেন বুড়োটা! ওটাকে চকোলেট দেওয়া হবে! দাঁড়াও — এ চকোলেট আমিই পেতে পুরবো!



আরে! দাদামশাইয়ের চিঠি! লিখেছে — বাঁটুলে! আমি কাল তোমাঘরে ওখানে যাচ্ছি! তুমি আমার জন্যে ডাল দেখে চকোলেট এনে রাখবে!



চকোলেট পেয়ে দাদামশাই খুব খুশি হবে! আর এর থেকে ছোঁড়াটার জন্যে কিছু রেখে দি!



আঃ! এই যে তলার সারি! হুম! এগুলি আরো ভালো মনে হচ্ছে! আর একটা চেখে দেখি!



চুমিনিট পরে এয়াই মরচে! নিচের সব চকোলেটই যে জাবাড় হয়ে গেল!



এই কাগজ কুচি দিয়ে ভর্তি করে আবার ডাল করে বেঁধে রাখি! দরজায় ঢোকা পড়ছে! দাদামশায় এলে গেছেন বোধ হয়!



দাদামশাই! আমি স্টেশনে যাবার আগেই আপনি এল পেছেন!



এই যে আপনার জন্যে এলে রেখেছি দাদামশাই!



বাঃ! খাসা জিনিঙ্গ! উল্ঙ্গ!

ওগরেরগুলো খাওয়া হলো — এবার ডেতেরটা!



ডেতের কিছু নেই! পাজি হুঙডাগা! বুড়ো মানুষের সঙ্গে মফুরা! এতুনি আমার জন্যে আরো চকোলেট নিয়ে আয়!



আমার কাছে আর একটাও পয়সা নেই! দেখি, ডজগোবিন্দবাবুকে শত বর্ষের অভিনন্দন জানালে যদি তাঁর কাছে কিছু টাকা ধার পাওয়া যায়! একটা জোরে ডাকবেন! উনি যেনে কম শোনে! কাল কে যেন তাঁর শোলবার চোঙ্গা চুরি করে নিয়েছে!





